



সর্বভাষা দেবেভাষা নমঃ ।



জঙ্গিপুর সংবাদ ।

৩রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

অভাব অভিযোগ

জনসাধারণ নানা প্রকারে এত অভাবগ্রস্ত যে দক্ষিণ হস্ত মুখে উঠিতেছে না। তাহাদের নিকট খাচা চাউল দুর্লভ! অর্থ সামর্থ্য ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে।

সভারকরের তার

হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর নাভারকর ভারত সচিবের নিকট তার প্রেরণ করিয়া তাঁকার সাম্প্রদায়িক গোলাযোগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং অবিলম্বে তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী সম্মেলন

গত ১১ই ও ১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রামে নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র দত্ত মহোদয়।

অতিরিক্ত লাভকর আইন

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় 'বাঙ্গালা সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত লাভ কর (সংশোধিত) আইন ১৯৪১, এখন হইতে দাঙ্গিলিং জেলায় ও ময়মনসিংহ জেলায় আংশিক শাসন বহির্ভূত অঞ্চল সমূহে প্রযোজ্য হইবে।

আগুন লাগার ফলে একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যু

গত ৩০শে চৈত্র রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ সহরের অনতিদূরে আইলেরউপর গ্রামের মুসলমান পল্লীতে আগুন লাগিয়া ১৭ খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের মোতালিম সেখের স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইতে না পারিয়া আগুনের তাপে বলসিয়া মারা গিয়াছে। মোতালিমের হাত ও পা সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া গিয়াছে।

আবহাওয়া

বেশ গরম পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বৃষ্টি না হওয়ার চারিদিকে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব অনুভূত হইতেছে। জেলাবোর্ডের টিউবওয়েল বহু স্থানেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃহৎ জলাশয় খনন জনসাধারণের স্ব স্ব স্বাস্থ্যের অহঙ্কুল। এখন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা জনগণ তুলিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে জর রোগের প্লাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

১৪০ বৎসরের বৃদ্ধের মৃত্যু

গোলাঘাট মহকুমার হুদ্র গ্রামের একটি উপজাতীয় লোক ১৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছে। তিনিই আসামের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন। লোকটির নাম পরংক। সে জাতিতে মিকির। জিলার ডেপুটি কমিশনারের অধীনে সে গ্রামের মোড়ল পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বারুকোর কোনরূপ অভিযোগ না করিয়াই সে তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছে। তাহার জীবন বয়স ১২৫ বৎসর। সেও আপনাকে তাহার যে কোন পৌত্র বা পৌত্রীর ছায় সবল বলিয়া দাবী করে। তাহার এই সকল পৌত্র পৌত্রী প্রত্যেকেই বিবাহিত ও তাহাদের সন্তানাদি আছে। মৃত্যুর সময় সরংকর উভয় চোয়ালেই সূদূর দৃষ্টি বর্তমান ছিল। তাহার একটা দাঁতও পড়ে নাই।

কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ

প্রকাশ, মৈয়দ ওয়াহেদ প্রমুখ কতিপয় মুসলমান বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদনে তাহারা জানাই-তেছেন যে—“মুসলমানগণ পশ্চিম দিকে খোদা তাঁলার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িয়া থাকেন, সেই কারণ সহরের কোন পায়খানার দরজা বাহাতে পশ্চিম দিকে না থাকে বা সহরের মধ্যে কেহ পশ্চিম দিকে প্রস্রাব না করেন তাহার জন্ত আবশ্যক মত ব্যবস্থা করা কর্তব্য।” এতদিন পরে এই সকল ভদ্রলোকের এদিকে যে লক্ষ্য হইবে ইহাদের নিজেরাই হয়তো তাহা কোনদিন ভাবিতে পারেন নাই। অতঃপর কা কথা। কিন্তু এখন কথা হইতেছে হিন্দুরাও যদি পূর্বদিকের জন্ত আপত্তি করেন তখন কি উপায় হইবে? এ বিষয়ে সেই উৎসাহী ভদ্রলোকগণ কি বলেন? “বীরভূম-বার্তা”

কাগজের কথা

মুদ্রের জন্ম এদেশে যে সব জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাগজ অন্যতম। সংবাদপত্রের কাগজই কি, আর পুস্তকের কাগজই কি, সবই দুর্লভ হইয়াছে। অনেক সংবাদপত্রই পত্রসংখ্যা কমাইতে বাধ্য হইয়াছে; পুস্তক প্রকাশও কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকারক সজ্জের সভার সভাপতি মিঃ সি এ কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা বস্ততই বিশ্বয়কর। সম্প্রতি সজ্জের যে বাৎসরিক সাধারণ সভা হইয়া গেল, তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ কারমাইকেল বলেন,—“মুদ্রের দরুন শিল্পের প্রসারের ফলে সর্বত্রই কাগজের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী সৈন্য বিভাগ ও সমরোপকরণ নির্মাণের কারখানা-সমূহের জন্ম ও এখন অধিক পরিমাণে কাগজের প্রয়োজন হইতেছে। ভারতীয় কারখানাসমূহে প্রস্তুত নানারকমের কাগজ সামান্য পরিমাণে রপ্তানী করিলে ভারতের বাজারের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।” আমরা মিঃ কারমাইকেলের কথা শুনিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। ভারতের কলসমূহে যদি এতই কাগজ উৎপন্ন হইতেছে, তবে আবার বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করিয়া কাজ চালাইতে হয় কেন? পরন্তু কাগজের মূল্যই বা কমিতেছে না কেন? মিঃ কারমাইকেল অহুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, এদেশের অনেক প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা কাগজের মহারথার জন্ম উপস্থিত কাজ কামাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, সাধারণ গ্রন্থকারেরাও কাগজ দুর্লভ বলিয়া এখন আর পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। এবার বাজারে যে সব পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে, বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টির অভাবে তাহা অত্যন্ত বৎসরের তুলনায় অনেক পরিমাণেই সীর্ণ। এরূপ অবস্থায় যদি ভারত হইতে বিদেশে কাগজ চালান যাইতে থাকে, তাহা হইলে এদেশে অনেক কাজকর্মই

অচল হইয়া পড়িবে না কি? বিদেশের টান যোগাইবার জন্ত যদি এদেশে কাগজ-শিল্পের সাময়িক পুষ্টি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও এদেশের কোন সুবিধাই হইবে না।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুসলফী আদালত  
নীলামের দিন ২১শে এপ্রিল ১৯৪১

২২৫ খাং ডি: ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং মহামদ সেখ দাবি ১৩৬/৯ খানা সমসেরগঞ্জ মোজে মহাদেবনগর ৬ শতকের কাত ১৬০ আ: ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুসলফী আদালত।  
নীলামের দিন ১৩ই মে ১৯৪১

৮৬৬ খাং ডি: ভজহরি নাথ দিং দেং কোবাদ সেখ দিং দাবি ২৪৪/৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে উমরপুর ৬০ শতকের কাত ৬১/১৩ আ: ৮, ৯, ১০

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুসলফী আদালত।  
নীলামের দিন ১৯শে মে ১৯৪১।

৪৭ খাং ডি: সেবাইত শামাচরণ নাথ দিং দেং তরগী-কান্ত দাস দাবি ২৭৪৯ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে জাতিয়া ৬৩ শতকের কাত ৩১/৫ আ: ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৮৫ খাং ডি: এ দেং শামাচরণ বারিক দিং দাবি ২৭১৯ মোজাদি এ ২০ শতকের কাত ১৬১/১৬ আ: ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৮৬ খাং ডি: এ দেং রঘুনাথ দাস দিং দাবি ৪৪৪/৯ মোজাদি এ ৩০ শতকের কাত ৫১০ আ: ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৮৯ খাং ডি: এ দেং সৈয়দ সেখ দাবি ২৪১০ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে তক্ষক দিং ৩-২ শতকের কাত ৩১/৭ আ: ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৯২ খাং ডি: এ দেং আবদুল রহমান সেখ দাবি ৩২১/৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে ঘোড়শালা ২-৫০ শতকের কাত ৮৬১২ আ: ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৯২৩ খাং ডি: শামাপদ রায় দেং ব্রহ্মনারায়ণ সিংহ দাবি ৩২৩ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে তেঘরী ৩-১১ শতকের কাত ১৪৩/১০ মধ্যে বারিক দাবে ১-৬৮ শতকের কাত ২৬০/১২১০ আ: ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৫ খাং ডি: কুমারিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দেং সৈয়দ মাহুয়ার আলি মিক্রা দাবি ২৬১০ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে দক্ষিণপাড়া ৫৫ শতকের কাত ৩০/০ আ: ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

১১৩ খাং ডি: বিমলেন্দুনাথ সিংহ চৌধুরী দিং দেং শ্রীচরণ দাস দাবি ২২০/৬ খানা স্ত্রী মোজে মানিকপুর ৪৬ শতকের কাত ৩৬৫ আ: ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

১৩ খাং ডি: গোবিন্দলাল দাস দিং দেং উদয়চন্দ্র দাস দিং দাবি ১৮/৩ খানা স্ত্রী মোজে রতনপুর ১-৩৫ শতকের কাত ৩০/০ তন্নধ্যে ৪৮ শতকের কাত ১১/১০ আ: ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮০৬ খাং ডি: সেবাইত কুমারস্বয়ং ঘোষ দেং তাহুদ্দিন সেখ দিং দাবি ৩২১/৩ খানা স্ত্রী মোজে বহতালী ১-৩৩ শতকের কাত ৪, আ: ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

৮৯৩ খাং ডি: সেবাইত শামাচরণ নাথ দিং দেং এমাম মণ্ডল দিং দাবি ২৭১/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে চাঁদপাড়া ১-১৮ শতকের কাত ২১৪ আ: ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

১৩৫ খাং ডি: মাণ্ডমা ধাতুন সাহেবা দেং আফগার সেখ দাবি ১০৬/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে বেলসতা ২৭ শতকের কাত ১৩২ আ: ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০



# ব্রজেশী আয়ুর্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

( স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল )

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :-

রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :-

জঙ্গীপুর ( বাবুবাজার )

আয়ুর্বেদীয় সকল রকম আমব, অরিশ, মোরক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ষাণ্ডুস্বাদি সর্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

# পাণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।



ব্রহ্মচর্য আনন্দ ঋষির আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জাহ্নন।



## সার্কারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অস্পেন্ড্রীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, কোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনুকা, মূত্রেণ পৃষ্ঠ রোগ, উরুজ্বল, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্র ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুখের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১২, মাণ্ডল সমেত ১৮।০ ১০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পল শিশি পাইবেন।

## মৃতের জীবন :- ভাইট্যালী - { বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্ধক টনিক।

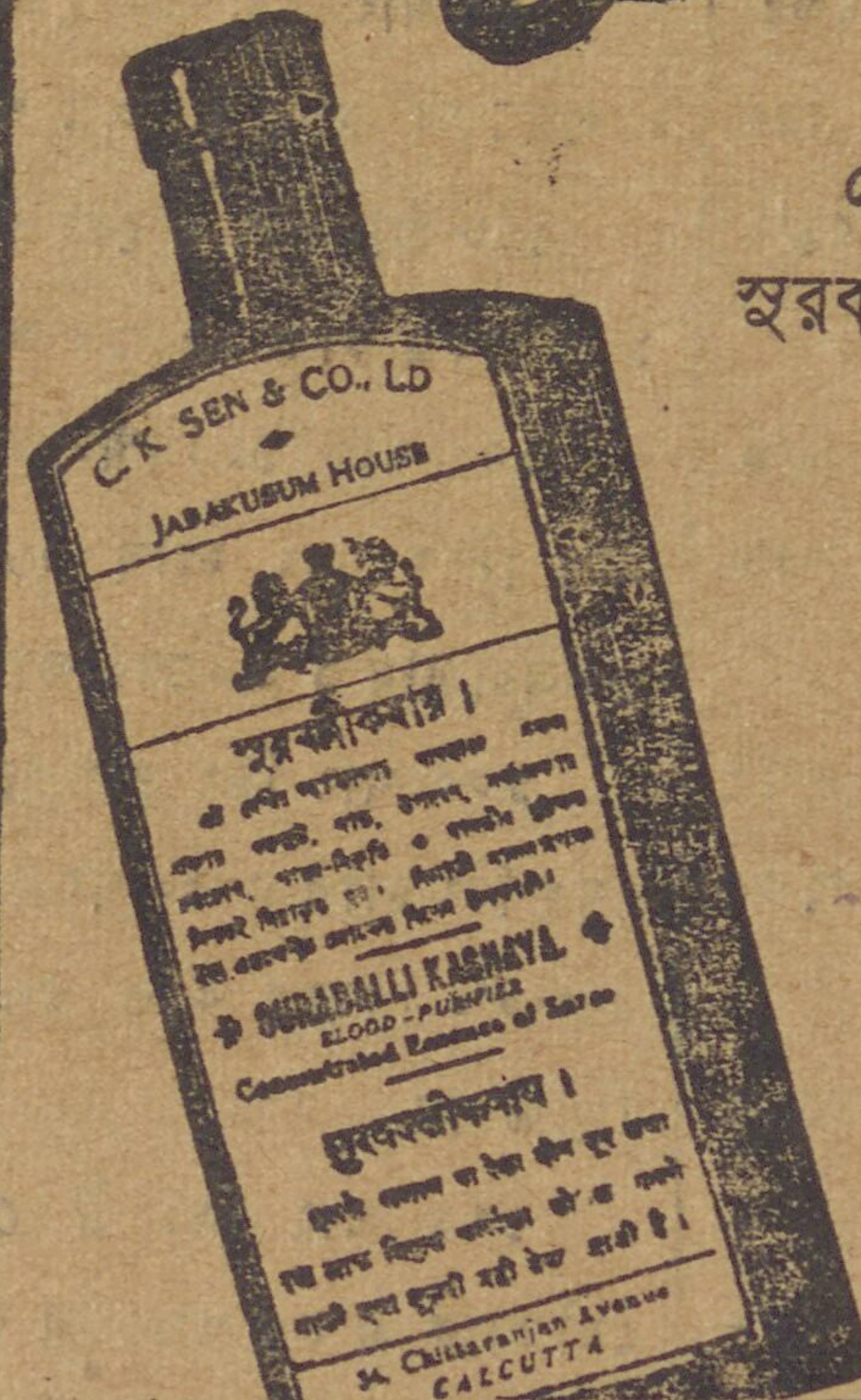
(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মন্থা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর লগত্তের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মাহুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... ষাঁহার মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ভাগ্য, সাময়িক দুর্বলতা, ধ্বংসজনক ডায়েটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, অরুণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধ। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। ষাঁহার মানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহার একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ১০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১২ মাত্র। ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮।০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বিরায়প্রসাদ কোমপোজিটাক্স**  
হুগুপুর্, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা



# সুরবল্লী



যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে

দেখেন তারা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, ঘা, ফোঁটক, নালি, রক্তচুষ্ট প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করি। অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬-বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ  
ডাক্তারগৃহ হাট, কলিকাতা

# স্বাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান



ব্রাহ্ম ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক (প্রফেসর)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪- নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চাবনপ্রাণ—সের ৩- টাকা সর্বপ্রকার দুর্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা ষাণ্ডবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬- টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ভাগ্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বংসজনক সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২- টাকা, ৫০ মাত্রা ৫- টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীকবিরায়প্রসাদ পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত